কৌতুক
নাফিসা ইসলাম
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, রোল : ৪২
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

১.
ভিক্ষুক : আম্মা গো দুগা ভিক্ষা দিবেন?
বাড়িওয়ালী : মাফ করেন।
ভিক্ষুক : তাই করুম, তয় ভিক্ষা বাড়াই দিতে হবে।

২.
বিক্রেতা : ৩০ টাকা ডিমের হালি। যদি ফাটাগুলো নেন তাহলে ২০ টাকা।
ক্রেতা : ঠিক আছে, ভালোগুলো আমাকে এক হালি ফাটিয়ে দেন।

কৌতুক
আয়েশা সিদ্দিকা অনন্যা
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ৩৮
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

১. ভিক্ষুক : আম্মা গো... দুগা ভিক্ষা দিবেন।
মেয়ে : মাফ করেন।
ভিক্ষুক : আচ্ছা তাই করুম, তয় ভিক্ষা বাড়াই দিতে হবে।

২. দুই বন্ধু সমুদ্রে গিয়ে কথোপকথন :
প্রথম জন : চল, আমরা সমুদ্রে গোসল করি।
দ্বিতীয় জন : কিন্তু আমি তো সাঁতার জানি না।
প্রথম জন : তাতে কী হয়েছে? আমি শিখিয়ে দিব। চল।
দ্বিতীয় জন : না-না। তা হয় না। ডুবে মরলে বাবা খুব মারবে!

৩. শিক্ষক : বানান কর 'বাঁশ'।
ছাত্র : স্যার কঞ্চিসহ।

কৌতুক
আফিয়া আক্তার
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ৪৮
শাখা : খ, শিফট : দিবা

১। এক ছিল হাতুড়ে ডাক্তার। একদিন এক ভদ্রলোক এসেছে ঔষধ নিতে...
ডাক্তার : আপনার সমস্যাটা কী?
ভদ্রলোক : ডাক্তার সাহেব, আমার গলায় মাছের কাঁটা ফেঁসেছে। উহ্! ব্যথা করতেছে।
ডাক্তার : ও এই সমস্যা?
ভদ্রলোক : এখন আমাকে কী করতে হবে?
ডাক্তার : আপনাকে একটা আস্ত বিড়াল খেতে হবে, যাতে বিড়াল কাটাটা বের করে আনতে পারে!!!

কৌতুক
অতিবা হক মম
শ্রেণি : ৮ম, রোল : ০৭
শাখা : ক, শিফট : দিবা

বাবা ও ছোট ছেলের কথোপকথন
ছেলে : বাবা বড়দা মশা খেয়ে ফেলেছে।
বাবা : তাহলে তো ডাক্তার ডাকতে হবে।
ছেলে : অসুবিধে নেই, আমি মশার ঔষধ খাইয়ে দিয়েছি!!

এক সাধু এক পথিককে বলে,
সাধু : তোর জীবনের কল্যাণ হবে।
পথিকটি সাধুকে ৫০ টাকা দিল।
সাধু : তুই জীবনে কী চাস?
পথিক : ৫০ টাকা ফেরত চাই।

কৌতুক

অর্চিতা দেব
শ্রেণি : ৮ম, রোল : ১৭
শাখা : খ, শিফট : দিবা

১. শিক্ষক : চীন ক্রিকেট খেলে না কেন?
ছাত্র : চীনের মানুষ দেখতে সব একইরকম তো আউট হলো যদি সে আবার চলে আসে তাই।
২. ছেলে : বাবা, স্কুলে একটি ছোট 'get together' আয়োজন করেছে!
বাবা : ছোট! ছোট মানে কী বলতে চাস?
ছেলে : আমি, তুমি আর প্রিন্সিপাল!
বাবা : দাঁড়া হারামজাদা আবার কী কুকাজ করেছিস।

৩. মুরগির বাবা ও মুরগির মধ্যে কথোপকথন :
মুরগির বাবা : বাবা, এই মাত্র বের হলি- আগে কিছু খেয়ে নে।
মুরগির : আরে দাঁড়াও তো আগে ফেসবুকে স্ট্যাটাসটা দিয়ে নি।

কৌতুক

মোসাঃ আইনা ইসলাম
শ্রেণি : ৩য়, রোল : ৫৯
শাখা : ক, শিফট : প্রভাতী

দুই বন্ধুর কথোপকথন :
মিলি : জানি মিতু! আমার বাবা আমাকে এমন একটি বই কিনে দিয়েছে, যেখানে কোনো লেখা নেই।
মিতু : তাতে কী? আমার কাছে এমন বই আছে যেখানে কোনো পৃষ্ঠা নেই।
মিলি : এই বলিস কী? পৃষ্ঠা ছাড়া বই হয় নাকি?
মিতু : কেন মানচিত্র! তুই বল তোর কাছে লেখা ছাড়া বই আছে কী করে?
মিলি : কেন নতুন খাতা!

কৌতুক

তায়েবা আক্তার বায়ান
শ্রেণি : ৪র্থ, রোল : ৮
শাখা : খ, শিফট : দিবা

দুই বন্ধুর মধ্যে কথা হচ্ছে–
১ম বন্ধু : তোর রোল কত?
২য় বন্ধু : আমার রোল আটানব্বই। তোর রোল কত?
১ম বন্ধু : আমার রোল ময়দা নব্বই।
২য় বন্ধু : দূর মিয়া! ময়দানব্বই কারও রোল হয় নাকি?
১ম বন্ধু : তোর রোল আটানব্বই হলে আমার রোল ময়দানব্বই হবে না কেন?

কৌতুক

প্রত্যাশা ইসলাম জুঁই
শ্রেণি : ৮ম, রোল : ৪৬
শাখা : খ, শিফট : দিবা

দুই বন্ধুর কথোপকথন :
১ম বন্ধু : আরে! দোস্ত জানিস? কালকে আমাদের বাসায় চোর এসেছিল চুরি করার জন্য।
২য় বন্ধু : (অবাক হয়ে) কি বলি! তাহলে চোরকে ধরিস নি?
১ম বন্ধু : ধরেছিলাম কিন্তু পরে ছেড়ে দিয়েছি পালিয়ে যাওয়ার জন্য!
২য় বন্ধু : (আর ও অবাক হয়ে) ধরে আবার ছেড়ে দিলি কেন?
১ম বন্ধু : বুদ্ধি বাড়ানোর জন্য।
২য় বন্ধু : মানে! বুদ্ধির সাথে চোরের সম্পর্ক কী?
১ম বন্ধু : আরে! তুই শুনিসনি? যে 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে'।

জানা অজানা

মাঝি চলে নাও বেয়ে
হাঁস সাঁতরায় জলে;
সূর্য হাঁসে শাপলা জলে
বাতাসে কাশ দোলে ।।

চারিদিকে ছড়িয়ে কত কী
রয়েছে বহু দেখার বাকী।
ভ্রমনে যাও জ্ঞান বাড়াও
প্রকৃতি উদার অকৃপণ
খুশীতে সব করবে দাম
সবাইকে করে আপন।

- মোছাঃ আফরোজা পারভীন
সহকারী শিক্ষিকা (প্রভাতি)

নাফিসা ইফফাত রিথী
শ্রেনি-৭ম, শাখা-খ (প্রভাতি)

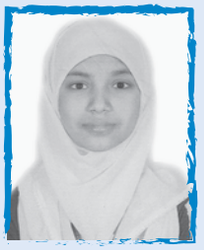

জানা-অজানা

নুসরাত জাহান মিম
শ্রেণি : ৫ম, রোল : ১৫
শাখা : খ, শিফট : দিবা

১। পৃথিবীর আকার ও গতি সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসতে সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড।
২। পৃথিবীর বয়স ৪৬০ কোটি বছর।
৩। বিশ্বে ১৯৬টি স্বাধীন দেশ আছে।
৪। উড়ুক্কু নামক এক প্রকার সামুদ্রিক মাছ উড়তে পারে।
৫। টুয়াটরো নামক একধরনের টিকটিকি বা গিরগিটি জাতীয় প্রাণীর তিনটি চোখ আছে।
৭। ক্যাটল ফিশ-এর তিনটি হৃৎপিণ্ড।
৮। হাতিম দুধ সবচেয়ে মিষ্টি।
৯। পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুততম পাখি সুইফট বার্ড।
১০। রানী মৌমাছি সম্পূর্ণ জীবনে ১০০০ বার ডিম পারে।

জানা-অজানা

রিয়া আকতার
শ্রেণি : ১০ম, রোল : ১০
শাখা : ক, শিফট : দিবা

১। ডান হাতি মানুষ, বাম হাতি মানুষের চেয়ে গড়ে ৯ বছর বেশি বাঁচে।
২। ভিনেগারে মুক্তা রাখলে মুক্তা খুব সহজেই গলে যায়।
৩। পিঁপড়েরা তাদের দেহের ওজনের দশগুণ বেশি ওজন বহন করতে পারে।
৪। আফ্রিকান এক মাছি আছে। যার নাম সিসাডা মাছি। এই মাছি ১৭ বছর ঘুমিয়ে কাটায়! ঘুম ভাঙার পর এরা মাত্র দুই সপ্তাহ বেঁচে থাকে।
৫। পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্লভ মৌল ‘এস্তেতিন’। সারা পৃথিবীতে মাত্র ২৮ গ্রাম এস্তেতিন আছে।
৬। মানুষের শরীরে যে পরিমাণ কার্বন আছে তা দিয়ে ৯০০০ পেন্সিল বানানো যাবে।
৭। নীল চোখের মানুষ অন্ধকারে বেশি ভালো দেখতে পায়।
৮। ব্রাজিলে এক ধরনের প্রজাপতি পাওয়া যায় যাদের শরীরের রঙ ও গন্ধ হুবহু চকোলেটের মতো।

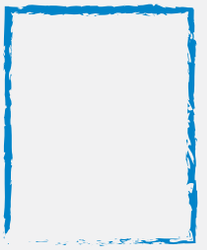

জানা-অজানা

সাদিয়া আক্তার
শ্রেণি : ৫ম, রোল : ১৮
শাখা : ক, শিফট : দিবা

মৃত সাগর

মৃত সাগরের পশ্চিমে পশ্চিম তীর এবং ইসরায়েলের পূর্বে জর্ডান। আসাল হ্রদের পর এটি বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ লবণাক্ত পানির প্রাকৃতিক আঁধার। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৪২০ মিটার (১,৩৭৮ ফিট) নিচে এটি পৃথিবীর নিম্নতম স্থলভূমি এর লবণাক্ততা শতকরা ৩০ ভাগ এবং এটি সমুদ্রের পানির চাইতে ৮.৬ গুণ বেশি লবণাক্ত। মৃত সাগরের এলাকাকে পয়গম্বর হযরত লূতের (আ.) জামানার সমকামী গোষ্ঠীর আবাসস্থল ছিল। সমকাম পরিত্যাগ করে আলাহর আনুগত্য স্বীকারে অসম্মত হওয়ার কারণে এই স্থান উল্টে দিয়ে জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল।

হ্রদে কোন উদ্ভিদ বা মাছ বাঁচে না বলেই মূলত একে মৃত সাগর বলা হয়ে থাকে। কেবল সামান্য কিছু ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক অণুজীবের সন্ধান পাওয়া যায়।

মৃত সাগর তীরবর্তী পাহাড়ি অঞ্চলে উট, খরগোশ, খেকশিয়াল এমনকি চিতাবাঘ দেখতে পাওয়া যায়। অতীতে জর্দান নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে প্যাপিরাস এবং পাম গাছে সমৃদ্ধ বনভূমির অবস্থান ছিল। জাসেফাস তার লেখনিতে জেরিকোকে জুদিয়া অঞ্চলের সবচেয়ে উর্বরভূমি রূপে উলেখ করেন। রোমান এবং বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সময় ইক্ষু সিকামোর এবং হেনা এ অঞ্চলের উদ্ভিদ বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধি এনে দেয়। জেরিকোতে বালসাম গাছের রস থেকে প্রস্তুত করা হতো উন্নতমানের পারফিউম এবং সুগন্ধী। উনিশ শতকের মধ্যে জেরিকোর উর্বরতা অতীত ইতিহাসে পরিণত হয়।

জানা-অজানা

মেহ্‌নাজ হাসান ফাইজা

শ্রেণি : ৮ম, রোল : ৩
শাখা : ক, শিফট : দিবা

১। গ্রেট ব্রিটেনকে 'সমুদ্রের বধূ' বলা হয়।
২। 'কিং কোবরা' পৃথিবীর একমাত্র সাপ যে বাসা বাঁধে।
৩। পানি ছাড়া একটি ইঁদুর একটি উটের চেয়ে বেশিদিন বেঁচে থাকে।
৪। ইঁদুর এবং ঘোড়া কখনো বমি করে না।
৫। বৃহত্তম ক্যাকটাস 'সাগুয়ারো' প্রায় ছয়তলা বাড়ির সমান উঁচু।
৬। ২৪ ঘণ্টায় ছেলেরা গড়পড়তা ২০০০ শব্দ এবং মেয়েরা ৫০০০ শব্দ ব্যবহার করে থাকে।
৭। আফ্রিকার সিসাডা মাছি ১৭ বছর ঘুমিয়ে কাটায়। ঘুম ভাঙার পর এরা মাত্র ২ সপ্তাহ বেঁচে থাকে। সেই সময় এদের প্রধান কাজ হলো বংশবৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করা।
৮। পাখিদের খাদ্য গেলার জন্য অভিকর্ষজ বলের প্রয়োজন হয়।
৯। রাশিয়াতে পিটার দ্য গ্রেটের শাসনকালে কেউ যদি দাঁড়ি রাখতে চাইতো, তাহলে তাকে আলাদাভাবে কর প্রদান করতে হতো দাঁড়ির ওপর।
১০। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত কোনো লম্বা চুলের অধিকারী পুরুষের ডিজনিল্যান্ডের ভেতরে ঢোকার অনুমতি ছিল না।
১১। 'আমিরাত প্যালেস' পৃথিবীর একমাত্র হোটেল, যার সম্পূর্ণ কারুকার্য হয়েছে সোনা দিয়ে।
১২। টেলিস্কোপ দিয়ে সূর্যের দিকে তাকানোর জন্যই গ্যালিলিও অন্ধ হয়ে যায়।
১৩। মানবদেহে কোষের সংখ্যা প্রায় ৭৫ ট্রিলিয়ন।

জানা-অজানা

ফাহমিদা আসমাইদফা

শ্রেণি : ৫ম, শাখা : খ
রোল : ২, শিফট : প্রভাতী

১। তারা মাছের মগজ নেই।
২। কুমির ৩০০ বছর বাঁচে।
৩। তিমি মাছ ৫০০ বছর বাঁচে।
৪। পিঁপড়ার ফুসফুস নেই।
৫। ক্যাঙ্গারু কখনো পানি পান করে না।
৬। প্রজাপতিরা শুধু তিনটি রং দেখতে পায়– লাল, হলুদ এবং সবুজ।
৭। সাপ ১০০ বছর পর্যন্ত বাঁচে।
৮। গোল্ডফিস ৩ সেকেন্ডের জন্য তার স্মৃতিশক্তি ধরে রাখতে পারে।
৯। পৃথিবীতে মোট ৩০০০০ প্রজাপতির মশা আছে।

জানা-অজানা

শান্তা রানী সরকার

শ্রেণি : ষষ্ঠ, শাখা : খ
রোল : ২২, শিফট : প্রভাতী

১। বিশ্বের কোন দেশে নারী ব্যারিস্টার বেশি?
উত্তর : ফ্রান্সে।
২। কোন ব্যক্তি একটি মশুরির ডালের ওপর বাংলাদেশের ম্যাপ এঁকেছেন?
উত্তর : শংকর চ্যাটার্জি (ভারত)
৩। পৃথিবীর কোন দেশে রাবারের রাস্তা আছে?
উত্তর : ফ্রান্সের প্যারিস শহরে।
৪। কোন দেশে একটি গাছ ২৩ রকম ফল দেয়?
উত্তর : সাইপ্রাসের (সিসকো এলাকার)
৫। কোন প্রাণীর ৮শত ৮৬টি পা আছে?
উত্তর : উলুকা।
৬। বাংলাদেশের কোন জেলায় রাস্তা দিয়ে হেলিকপ্টার চলে?
উত্তর : সাতক্ষীরা জেলায় হেলিকপ্টার নামক এক প্রকার সাইকেল চলে।
৭। ঢাকার কোন বিল্ডিংয়ে প্রথম বিদ্যুৎ বাতি জ্বলে?
উত্তর : আহসান মঞ্জিলে।
৮। কোন নারীর মৃত্যুতে ১ কোটি ৪০ লক্ষ নারী শোকবার্তা পাঠিয়েছিল?
উত্তর : প্রিন্সেস ডায়নার।
৯। বিশ্বের কোন দেশে নারী ডাক্তার বেশি?
উত্তর : রাশিয়ায়।
১০। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় চিড়িয়াখানা কোনটি?
উত্তর : রিজেন্ট পার্ক (লন্ডন)
১১। কোন সাপ আকাশে উড়ে?
উত্তর : প্যারাডাইস ট্রি স্নেক।

জানা-অজানা

নাবিলা তাসনিম

শ্রেণি : ৭ম, শাখা : ক
রোল : ০৫, শিফট : প্রভাতী

১। হাইড্রোজেন গ্যাস ভর্তি বেলুন আকাশে ভাসে কেন?
উত্তর : হাইড্রোজেন গ্যাস বায়ু অপেক্ষা অধিক হালকা। এই গ্যাস ভর্তি বেলুন যে আয়তনের বায়ু স্থানচ্যুত করে উহার ওজন বেলুনের ওজন অপেক্ষা বেশি হওয়ায় বেলুন অনায়াসে আকাশে ভাসে।

২। এক খণ্ড লৌহ পানিতে ডুবে যায় কিন্তু জাহাজ পানিতে ভাসে কেন?

উত্তর : এক খণ্ড লৌহ পানিতে ডুবে যায় কারণ লৌহখণ্ডটির ওজন উহার সম-আয়তন অপসারিত পানির ওজন অপেক্ষা বেশি। কিন্তু জাহাজ লোহার তৈরি হলেও ভাসে কারণ জাহাজের ভিতর ফাপা থাকে এবং জাহাজের নিমজ্জিত অংশ সম-ওজনের বা বেশি ওজনের পানি অপসারণ করে।

২। হীরক এত উজ্জ্বল দেখায় কেন?

উত্তর : হীরকের সঙ্কট কোন ২৪ ডিগ্রি এবং এই কোণ ছোট বলে উহার ওপর পতিত আলোকরশ্মির বেশিরভাগই প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। এই জন্যই হীরক এত উজ্জ্বল দেখায়।

৩। ডাইনোসর (Dinosaur) কী?

উত্তর : প্রায় ২৩ কোটি বৎসর পূর্বে (মেসোজোইক যুগের প্রারম্ভে ট্রাইয়াশিক যুগ) জন্ম লাভকারী বিরাটকায় স্থলচর মেরুদণ্ডী প্রাণী। ইহার দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৫০ ফুট এবং উচ্চতা ২০ ফুট। মেসোজোইক যুগের শেস দিকে প্রায় সাড়ে সাত কোটি বৎসর পূর্বে ইহাদের বিলোপ ঘটে।

৪। ঢাকার দ্রাঘিমাংশ ৯১°। যখন গ্রীনউইচ মান টাইম দুপুর ১২টা তখন ঢাকার স্থানীয় সময় কত?

উত্তর : ঢাকার দ্রাঘিমাংশ= ৯১°
গ্রীনউইচ দ্রাঘিমাংশ= ৯১°
∴ পার্থক্য= ৯১°
প্রতি ডিগ্রিতে সময়ের পার্থক্য= ৪ মিনিট
দুই স্থানের মধ্যে সময়ের পার্থক্য= ৯১×৪= ৩৬৪ মিনিট
গ্রীনউইচের সময় দুপুর ১২টা
যেহেতু ঢাকা গ্রীনউইচের পূর্বদিকে অবস্থিত সেইহেতু ঢাকার সময় হবে ১২+৬ ঘণ্টা ৪ মিনিট (৩৬৪ মিনিট)
= বৈকাল ৬টা ৪ মিনিট।

জানা-অজানা

উম্মে হাবিবা ঊষা

শ্রেণি : ৭ম, শাখা : ক
রোল : ৮, শিফট : প্রভাতী

১। আমেরিকান মিসেস লরেন লোহার তৈরি ফুসফুস দিয়ে ৩৭ বছর ৫৮ দিন বেঁচেছিলেন।
২। ক্যালিফোর্নিয়ায় হুইলার পার্কে একটি পাইন গাছ আছে যার বয়স ৫০০০ বছর।
৩। ব্রেনের কোনো অনুভূতি নেই। একে কেটে ফেলালেও কোনো যন্ত্রণা হয় না।
৪। স্ত্রী লোকের হৃদয় পুরুষের চেয়ে দ্রুতগতিতে স্পন্দিত হয়।
৫। নরওয়েতে মে মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত সূর্য অস্ত যায় না।
৬। আমাদের চোখের পেশিগুলো দিনে অন্তত ১,০০,০০০ বার নড়াচড়া করে।
৭। ইংল্যান্ডের টেমস নদীর নিচে সুড়ঙ্গ আছে।

জানা-অজানা

সানজিদা আক্তার লামিয়া

শ্রেণি : ৭ম, শাখা : ক
রোল : ২৬, শিফট : প্রভাতী

১। ভারতের 'ভাড্ড' গোত্রের মেয়েরা স্বামী ১৫ বার বদল করতে পারে।
২। ভারতের রাজস্থানে ইঁদুরের মন্দির রয়েছে।
৩। কচ্ছপ প্রায় ২০০০ বছর বাঁচে।
৪। উড্ডুক পাখি পাখা ছাড়া উড়তে পারে।
৫। ইন্দোনেশিয়ার বাক্যে কোরাস ব্যাঙ আকাশে উড়তে পারে।
৬। আফ্রিকার কঙ্গোর অধিবাসী 'বান্ডা' গোত্রের মেয়েদের বিয়ের আগে আস্ত মুরগির বাচ্চা কাঁচা গিলে খেতে হয়।
৭। জাপানের সিকো কোম্পানির ০০১ ঘড়ি অবিকল মানুষের মতো কথা বলতে পারে।
৮। বন মোরগ খাদ্য না খেয়ে এক মাস বেঁচে থাকে।

জানা-অজানা

আয়েশা সিদ্দিকা অনন্যা

শ্রেণি : ৭ম, শাখা : ক
রোল : ৩৮, শিফট : প্রভাতী

অজানা কিছু কথা

১। পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত সাপ হলো টাইপেন।
২। ময়ূর পেখম মেললে প্রায় ১ কিলোমিটারের বেশি হয়।
৩। টাইটানিকে বাতির সংখ্যা ছিল ১০ হাজার।
৪। পানি উত্তপ্ত হলে হালকা হয়।
৫। হাতি দৈনিক প্রায় ২০ ঘণ্টা খাওয়ায় ব্যস্ত থাকে।

জানা-অজানা বিচিত্র প্রাণী

১। ভালুকের দাঁতের সংখ্যা ৪২টি।
২। সব ধরনের কুকুরের জিহ্বা গোলাপী।
৩। জিরাফের জিহ্বা ১৮ ইঞ্চি লম্বা হয়।
৪। সিংহ বছরে ২০টির বেশি প্রাণী হত্যা করে না।
৫। হাতি তিন মাইল দূর থেকে পানির গন্ধ পায়।

অজানা কথার আসর

১। বিশ্বের সবচেয়ে উচ্চতম ভবন হলো– মালেশিয়ার প্যাট্রোনাস টুইন টাওয়ার (১১০ তলা)
২। কুনো ব্যাঙের রক্ত ঠাণ্ডা থাকে।
৩। বিশ্বের দীর্ঘজীবী প্রাণী কচ্ছপ।
৪। পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ প্রকার গাছ আছে।
৫। পৃথিবীতে প্রায় ২ লক্ষ ৩৪ হাজার প্রজাতির প্রাণী আছে।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের জানা-অজানা তথ্য

নাজিফা সাবা মেঘা
শ্রেণি : ৭ম, শাখা : ক
রোল : ৪৭, শিফট : প্রভাতী

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের জানা-অজানা তথ্য

* বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ বাংলাদেশের প্রথম যোগাযোগ উপগ্রহ।
* বাংলাদেশ মহাকাশে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে : বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসেবে।
* উৎক্ষেপণের তারিখ (মিশন শুরু) : ১২ মে, ২০১৮ (বাংলাদেশ মান সময়) ভোর ০২:১৪ মিনিট। মিশনের সময়কাল ১৫ বছর।
* যেখান থেকে উৎক্ষেপণ করা হয় : যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে।
* স্যাটেলাইট বহনকারী রকেট : ফ্যালকন-৯, বক-৫।
* স্যাটেলাইটটির ওজন : ৩ হাজার ৭০০ কেজি।
* মহাকাশে নির্দিষ্ট কক্ষপথে যেতে স্যাটেলাইটটির পথ পাড়ি দিতে হয়েছে : ৩৬ হাজার কি.মি. পথ।
* স্পেস এক্স-এর প্রতিষ্ঠাতা : ইলোন মাস্ক (২০০২ সালে) এর সদর দপ্তর : ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র।
* বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট মহাকাশের ১১৯.১ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে নিজস্ব অরবিটাল স্লটে স্থাপিত হবে যা বসিয়ে কাজ শুরু করতে সময় লাগবে প্রায় দুই মাস।
* বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটটির মোট ট্রান্সপন্ডার : ৪০টি।
* মোট খরচ : ২ হাজার ৭৬৫ কোটি টাকা।
* স্যাটেলাইটের প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অর্থ দিয়েছে : বহুজাতিক ব্যাংক এইচএসবিসি।
* স্যাটেলাইটটিতে বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকার রঙের নকার ওপর ইংরেজিতে লেখা আছে। বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু-১। বাংলাদেশ সরকারের একটি মনোগ্রামও আছে।
* বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট প্রধান কাজ– টিভি স্যাটেলাইটগুলোর সেবা নিশ্চিত করা।
* বাংলাদেশ থেকে যে গ্রাউন্ড স্টেশনটি স্যাটেলাইটকে নিয়ন্ত্রণ করে : গাজীপুরের জয়দেবপুর গ্রাউন্ড স্টেশনটি। [তবে স্যাটেলাইটটি নিয়ন্ত্রণের জন্য ২টি গ্রাউন্ড স্টেশন হয়েছে। মূল হলো জয়পুরের ভূকেন্দ্রটি দ্বিতীয় রাঙ্গামাটির বেতবুনিয়া।]

জানা-অজানা

নুসরাত আমিন নামিকো
শ্রেণি : ৮ম, শাখা : খ
রোল : ১১, শিফট : প্রভাতী

১। সিংহের গর্জন প্রায় ৫ মাইল দূরের থেকেও শোনা যায়।
২। ভিনেগার রাখলে মুক্তা খুব সহজেই গলে যায়।
৩। আমেরিকার ওকল্যান্ড ব্রিজ পৃথিবীর বৃহত্তম ব্রিজ।
৪। পায়ের নখের চেয়ে হাতের নখ প্রায় ৪ গুণ দ্রুত বড় হয়।
৫। খাবার পুরোপুরি হজম হতে পেটে প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে।
৬। সৌদি আরবের পতাকা কখনই কোনো অবস্থাতেই অর্ধনমিত করা হয় না। কারণ এতে পবিত্র কালেমা রয়েছে।
৭। হাসার জন্য ব্রেনের পাঁচটি অংশের কার্যক্রমের প্রয়োজন হয়।
৮। কেউ যখন ঘুমের মধ্যে নাক ডাকে এর অর্থ সে স্বপ্ন দেখছে না।
৯। একটা মাছি কোনো খাবার খাওয়ার পর একবার বমি করে তারপর আবার খায়।

জানা-অজানা

নওশীন রাঈসা
শ্রেণি : ৮ম, শাখা : খ
রোল : ০৫, শিফট : প্রভাতী

* পৃথিবীর সব সাগরে যে পরিমাণ লবণ আছে, তা দিয়ে পৃথিবীকে ৫০০ ফুট পুরু লবণের স্তূপ দিয়ে ঢেকে ফেলা যাবে।
* স্টার ফিশের কোনো মস্তিষ্ক নেই। এরা এক ধরনের স্নায়ুতন্ত্রের সাহায্যে যাবতীয় কাজ করে থাকে।
* প্রয়োজনের সময় ভালুক প্রতি ঘণ্টায় ৪৮ কিলোমিটার বা ৩০ মাইল গতিতে দৌড়াতে পারে।
* সবচেয়ে লম্বা ঘাস হলো বাঁশ। এই ঘাস লম্বায় ১৩০ ফুট পর্যন্ত হতে পারে।
* একজন মানুষের মাথার চুল প্রতিদিন গড়ে ৭০ থেকে ১৫০টি পড়ে যায়।
* 'বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল' পৃথিবীর বুকে টিকে থাকা এক অভিশপ্ত ত্রিভুজ।
* জেব্রাদের গায়ে যে কালো ডোরাকাটা দাগ থাকে তা দেখতে সবগুলোর একরকম মনে হলেও আসলে এদের একজনের গায়ের দাগের সাথে অপরজনেরটা মিলবে না। আর এই দাগের পার্থক্যের কারণেই এরা একজন অন্যজনকে আলাদা করে চিনতে পারে।
* এই পৃথিবীতে এক প্রকার কাঁকড়া আছে যাদের রক্তের রং নীল এবং এদের এক লিটার রক্তের মূল্য ১১ লাখ টাকা।
* মহাবিশ্বে পৃথিবীর মতো দেখতে আরো ১০টি গ্রহ আছে।
* কেউ যদি ৪ ঘণ্টার মধ্যে ৩০ কাপ কপি পান করে তবে তার মৃত্যু অবধারিত।

জানা-অজানা

সাদিয়া ইসলাম অরিন
শ্রেণি : ৮ম, শাখা : খ
রোল : ০৬, শিফট : প্রভাতী

১। সাবান কেমন করে কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করে?

উত্তর : সাবান মূলত ফ্যাটি এসিডের একটি লবণ। চর্বি বা তেলের সাথে ক্ষার (Alkali) ফুটিয়ে ফ্যাটি এসিডের এই লবণ তৈরি করা হয়। কস্টিক সোডার দ্রবণে তেলকে বিক্রিয়া করতে দিলে সেই রাসায়নিক বিক্রিয়া সাবান ও গ্লিসারিন উৎপন্ন করে। তারপর সাবান ও গ্লিসারিনকে পৃথক করে ফেলা হয়। কাপড়ে যখন সাবান লাগানো হয়, তখন সাবানের অণুগুলো ভেঙ্গে গিয়ে ফ্যাটি এসিডের আয়ন ও সোডিয়াম আয়ন তৈরি হয়। ফ্যাটি-এসিডের আয়ন পানি কর্তৃক বিকর্ষিত হয়। কিন্তু ময়লা তেল তেলে পদার্থকণার দিকে ঐ আয়নে আকর্ষিত হয়। তেল বা গ্রিজের প্রতিটি অণুর চারদিকে ঐ ফ্যাটি এসিডের আয়নগুলো ভিড় করে। আর তার ফলে কাপড়ের পৃষ্ঠ থেকে তৈলাক্ত ময়লাগুলো মুক্ত হয় এবং পানি তা ধুয়ে নিয়ে যায়। ফলতঃ কাপড় পরিষ্কার হতে থাকে।

২। থার্মোফ্লাস্কে গরম জিনিস গরম আর ঠাণ্ডা জিনিস ঠাণ্ডা থাকে কী করে?

উত্তর : থার্মোফ্লাস্ক এক বিশেষ ধরনের বোতল বা পাত্র। ১৮৯২ সালে স্যার জেমস ডিউয়ার থার্মোফ্লাস্ক আবিষ্কার করেন। থার্মোফ্লাস্ক দুই দেওয়ালওয়ালা এক বোতল। দেয়ালগুলো রৌপ্যের প্রলেপযুক্ত দুই দেওয়ালের মধ্যবর্তী স্থান পাম্প দিয়ে বায়ুশূন্য করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। সমগ্র বোতলটিকে একটি চৌঙাকৃতি ধাতব বাক্সের মধ্যে রাখা হয় এবং এর মুখটিকে কর্ক দ্বারা আটকিয়ে দেওয়া হয়।

সাধারণত গরম পানি ঠাণ্ডা হয় তখনই, যখন ঐ জিনিস তার পারিপার্শ্বিক থেকে তাপ ছেড়ে দেয়। তেমনি করে ঠাণ্ডা জিনিস গরম হয় তখনই, যখন পারিপার্শ্বিক থেকে তাপ গ্রহণ করছে। থার্মোফ্লাস্ক বাইরের তাপকে ভেতরে যেতে এবং ভেতরের তাপকে বাইরে আসতে দেয় না। আমরা জানি, তাপর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায় তিনটি উপায়ে পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণ। প্রথমতঃ থার্মোফ্লাস্ক কাচের তৈরি এবং কাচ তাপ কুপরিবাহী। সুতরাং পরিবহন প্রক্রিয়ায় তাপ চলাচল হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ থার্মোফ্লাস্কের দুই দেওয়ালের মধ্যবর্তী স্থান বায়ুশূন্য হওয়ায় পরিচলন প্রক্রিয়ায় তাপ চলাচল হওয়া সম্ভব নয়। তৃতীয়তঃ দেওয়ালগুলো রৌপ্যের প্রলেপযুক্ত হওয়ায় বিকিরণ পদ্ধতিতেও তাপ ভেতর থেকে বাইরে বা বাইরে থেকে ভেতরে যেতে পারে না। তার ফলে থার্মোফ্লাস্কে রাখা গরম জিনিস অনেকক্ষণেও ঠাণ্ডা হয় না এবং ঠাণ্ডা জিনিসও গরম হয়ে যায় না।

জানা-অজানা

বাঁধন মনি
শ্রেণি : ৮ম, শাখা : খ
রোল : ১২, শিফট : প্রভাতী

মানবদেহের কিছু বিস্ময়কর তথ্য

১। মানবদেহের ৩৩টি কশেরুকার আছে।
২। প্রতি মিনিটে হৃৎপিণ্ডে ৭০-৭২ বার স্পন্দন হয়।
৩। মানবদেহে ইনসুলিন রক্তে গুকোজ হ্রাস করে।
৪। মানবদেহে রক্তের পরিমাণ প্রায় ৫ থেকে ৬ লিটার।
৫। মানুষের রক্তে রক্তরসের পরিমাণ ৫৫% থেকে ৬০%।
৬। রক্তে তিন প্রকার রক্ত কণিকা আছে।
৭। লোহিত রক্ত কণিকার আয়ুষ্কাল ১২০ দিন।
৮। ইনসুলিনের অভাবে ডায়াবেটিক রোগ হয়।
৯। অস্থিতে ফসফরাস বেশি থাকে।
১০। ‘O’ গ্রুপের রক্তকে সার্বজনীন দাতা বলা হয়।
১১। মস্তিষ্কে প্রতি মিনিটে ৩৫০ মিলি লিটার রক্ত সরবরাহ হয়।
১২। কিডনির কার্যকরী একক নেফ্রন।
১৩। রক্ত সঞ্চালনের আবিষ্কারক উইলিয়াম হার্ভে।
১৪। হিমোগোবিন নামক রঞ্জক পদার্থের জন্য রক্তের রং লাল হয়।
১৫। মানুষের মূত্র হলুদ হয় বিলিরুবিনের জন্য।

পৃথিবীর বাইরে থেকে আসা ৪টি রহস্যময় সিগনাল

ঐশী সরকার আঁচল
শ্রেণি : ৮ম, শাখা : খ
রোল : ৪১, শিফট : প্রভাতী

এই মহাবিশ্বে পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনো গ্রহে কী প্রাণীর অস্তিত্ব থাকতে পারে?

পৃথিবীর বাইরেও জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে। আমাদের মনেও অনেক প্রশ্ন জাগে? পৃথিবীর মানুষের মতো তারাও কী আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। ১৯৮৪ সালে U.S.A একটি ORGINAGATON-এর প্রতিষ্ঠা করা হয়। যার নাম SEIT => Search for extra tradi intelligents. এটি ভ্রমণ একটি সংস্থা যেটি পৃথিবীর বাইরে বুদ্ধিমত্তীদের জন্য সন্ধান করে।

১। # 5 HD 16495 মহাকাশ থেকে আসা এই সমগ্র বিজ্ঞানী মহর বিস্তৃত। ১৫ই মার্চ ২০১৫তে RUSSIA থেকে আসা টেলিকাস্টটিতে রেকর্ড করে।

২। # 4 FREQUENCy 4462.3 এই সিগনালটি ১০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত পৃথিবীর মতোই গ্রহ। TYC 112091 থেকে আসছিল। ২০১০ সালে সেটির টেলিস্কোপে এটি ধরা পরে। এই সিগনালটি ১০ সেকেন্ড ধরে রেকর্ড করা হয়।